মৌলিক মানবিক চাহিদা ও বাংলাদেশ
(Basic Human Needs and Bangladesh)

ইউনিট 1

ভূমিকা

মানুষ সামজিক জীব। জীবন রক্ষার জন্য মানুষের নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা রয়েছে। আবার সামাজিকভাবে বসবাস করায় তার রয়েছে কিছু সামাজিক চাহিদা। সমাজ ও রাষ্ট্রে সুস্থ ও সুনাগরিক হিসেবে বসবাস করার জন্য উভয় ধরনের চাহিদার পূরণ একান্তই প্রয়োজন। তা না হলে ব্যক্তির মধ্যে এবং দলে ও সমাজে দেখা দেয় নানা সমস্যা আর সংকট। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে মানুষের সকল মৌলিক মানবিক চাহিদা কখনও সঠিকভাবে পূরণ হয়নি বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে দীর্ঘদিন ধরে। আর এ অবস্থার উত্তরণে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–১.১: মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা
পাঠ–১.২: মৌলিক মানবিক চাহিদার ধরন ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ–১.৩: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি
পাঠ–১.৪: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যা
পাঠ–১.৫: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়
পাঠ–১.৬: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ

পাঠ-১.১ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা (Concept of Basic Human Needs)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.১ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.১ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা

মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নেই। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুরই চাহিদা অনুভব করে। কিন্তু সকল প্রকার চাহিদা মৌলিক মানবিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রধানত দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য, সেগুলোই মৌলিক মানবিক চাহিদার পর্যায়ভুক্ত। মৌলিক মানবিক চাহিদা মূলত দু'ধরনের চাহিদার সমন্বয়। যেমন– (ক) মৌলিক চাহিদা (Basic Needs), (খ) মানবিক চাহিদা (Human Needs)

(ক) মৌলিক চাহিদা: মানুষসহ যেকোনো জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষা, দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য তাকে মৌলিক চাহিদা বলে। একে জৈবিক বা দৈহিক চাহিদাও বলা হয়। এ চাহিদার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষসহ সকল জীবন্ত প্রাণীর বেঁচে থাকা এবং দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য এটি পূরণ করা অত্যাবশ্যক। মৌলিক চাহিদার আওতায় আসে খাদ্য (food), ঘুম (sleep) ইত্যাদি।

(খ) মানবিক চাহিদা: সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ একান্ত অপরিহার্য, সেগুলোকে মানবিক চাহিদা বলে। মানবিক চাহিদা অনেক সময় সামাজিক চাহিদা হিসবে আখ্যায়িত হয়। এটা শুধু মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমাজবদ্ধ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানবিক চাহিদা পূরণ করা সামাজিক জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ চাহিদাগুলো মানুষকে সমাজের অন্য প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদা দিয়েছে। মানবিক চাহিদা হলো– বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি।

মানুষের বেঁচে থাকা, জীবনের বিকাশ এবং সভ্য-সামাজিক জীবনযাপনের জন্য যে সকল উপকরণ একান্তই অপরিহার্য, যার কোনো বিকল্প নেই, তাদের সমষ্টিকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলে।

ডেভিড জেরি এবং জুলিয়া জেরি (২০১৫) প্রণীত *"কলিন্স সমাজবিজ্ঞান অভিধান"* -এর সংজ্ঞানুযায়ী, "মৌলিক মানবিক চাহিদা এমন একটি ধারণা, যাতে সকল মানুষ তাদের মানবিক গুণাবলির কারণে মৌলিক চাহিদা হিসেবে এগুলো পূরণে অংশগ্রহণ করে। সমাজজীবনে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত হিসেবে মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ বিবেচিত (Basic human needs is the conception that all human being share fundamental needs by virtue of their humanity. The fulfillment of these basic needs is seen as an essential precondition for full participation in social life.)।"

চাহিদার ধারণায় রবার্ট এল বার্কার (১৯৯৫) *"সমাজকর্ম অভিধান"* -এ বলেন, "চাহিদা হলো সেসব দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়োজন, যেগুলো মানুষের বেঁচে থাকা, কল্যাণ এবং বিকাশ ও পরিতৃপ্তির জন্য অপরিহার্য (Needs, physical, psychological, economical, cultural and social requirements for survival, well-being and fulfillment.) ।"

মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণায় আবদুল হালিম মিয়া (২০০৬) বলেন, "মানুষ হিসেবে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের জন্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য সেসব চাহিদাকেই মৌলিক চাহিদা বলে (Basic human needs may be defined as those important needs which are inevitable for healthy and normal social life as human being.)।"

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের জীবনধারণ, শারীরিক প্রবৃদ্ধি, মানকি বিকাশ ও পরিতৃপ্তি এবং সভ্য ও সামাজিক জীবনযাপন ও তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে চাহিদাগুলো পূরণ অত্যাবশ্যক, সেগুলোর সমষ্টিকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলা হয়। মার্কিন সমাজকর্ম গবেষক Charlotte Towle (১৯৬৫) তাঁর *"Common Human Needs"* গ্রন্থে ছয়টি চাহিদাকে মৌলিক মানবিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। চাহিদাগুলো হচ্ছে-

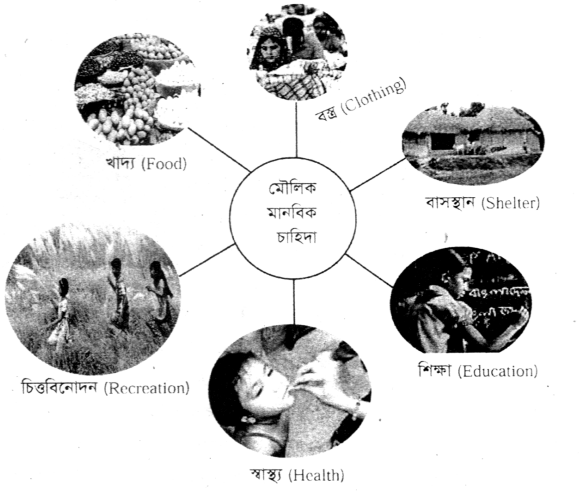

চিত্র ১.১: মৌলিক মানবিক চাহিদার প্রকারভেদ

১। **খাদ্য (Food):** মৌলিক মানবিক চাহিদার মধ্যে প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো খাদ্য। যে জৈব উপাদান গ্রহণের মধ্যেমে জীবদেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন,

পেশি পরিচালনা, রোগ প্রতিরোধ করে দেহকে সুস্থ ও সবল রাখে তাকে খাদ্য বলে। মৌলিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে অস্বাভাবিক উপায়ে তা পূরণের চেষ্টা করে। খাদ্যের উপাদান ছয়টি। যথা: আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, লবণ ও পানি।

২। **বস্ত্র (Clothing):** বস্ত্র মানবজীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা। মানবসভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে বস্ত্রের প্রয়োজন শুধু অপরিহার্য নয় বরং মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র বিকাশেও বস্ত্রের গুরুত্ব সমধিক। মানবসভ্যতার প্রধান নির্দেশক ও নিদর্শন হলো বস্ত্র। দৈহিক, নৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সকল দিক থেকেই বস্ত্রের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। মূলত বস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা তথা মানব সংস্কৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষতাই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।

৩। **বাসস্থান (Housing):** মানুষের বসবাসের স্থান বা ঘর-বাড়িকে বাসস্থান বলে। মানুষের আদি ও সহজাত মৌলিক প্রয়োজন হলো বাসস্থান বা নিরাপদ আশ্রয়। সমাজ ও সভ্যতাকে স্থায়ী ও স্থিতিশীল রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাসস্থানের অবদান অনেক বেশি। শান্তিতে ঘুমানোর জন্য, ঝড়-বৃষ্টি-শীত-তাপ থেকে রক্ষার লক্ষ্যে, বন্য জীব-জন্তু ও চোর-ডাকাতের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য, সুস্থ পরিবার গঠন ও পরিচালনায় নিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪। **শিক্ষা (Education):** শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা। শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাই মানব সংস্কৃতির বিকাশ এবং সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English-এর সংজ্ঞানুসারে, "জ্ঞানের প্রসার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বিশেষ করে স্কুল-কলেজের মাধ্যমে পাঠদান, প্রশিক্ষণ এবং কোনো বিষয় জানার প্রক্রিয়া হলো শিক্ষা।" বিখ্যাত সাহিত্যিক John Milton-এর ভাষায়,"Education is the harmonious development of body, mindy and soul" অর্থাৎ দেহ ও মনের যথাযথ বিকাশ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার মাধ্যমে মানবীয় জ্ঞান ও দক্ষতা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয় এভাবে সমাজ টিকে থাকে। শিক্ষা সভ্যতার প্রধান উপকরণ, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির হাতিয়ার। মনুষ্যত্ব ও মানুষের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা একান্ত অপরিহার্য।

৫। **স্বাস্থ্য (Health):** স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবিক চাহিদা। স্বাস্থ্য মানুষের অমূল্য সম্পদ। WHO (১৯৪৮) এর মতে, "স্বাস্থ্য বলতে শুধু রোগ বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি বোঝায় না বরং দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক সার্বিক সুস্থ্য অবস্থাকে বোঝানো হয়ে থাকে। কর্মক্ষমতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, প্রতিভা ও সৃজনশীলতা প্রভৃতি বিকাশে স্বাস্থ্য অপরিহার্য।" বারডেমের প্রতিষ্ঠাতা ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেছেন, অর্থাৎ "Health is physical, mental and spiritual well being of a person." ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, আত্মিক মঙ্গলজনক অবস্থাই হচ্ছে স্বাস্থ্য।

৬। **চিত্তবিনোদন (Recreation):** নির্মল আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদ লাভের কার্যক্রম হলো বিনোদন। হ্যারল্ড বি. মেয়ার এবং চার্লস কে. ব্রাইট বিল এর মতে, "চিত্তবিনোদন বলতে এমন এক কার্যক্রম বোঝায় যা আনন্দ লাভ ও তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সৃজনশীল অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।" সুস্থতা, সজীবতা ও কর্মক্ষমতা জাগ্রতকরণ, ক্লান্তি ও হতাশা দূরীকরণ, সামাজিকীকরণ, শিক্ষা ও সৃজনশীলতা এবং গঠনমূলক চিন্তার জন্য বিনোদন অপরিহার্য। অবসর সময়কে অর্থবহ করে তোলার অন্যতম মাধ্যম চিত্তবিনোদন।

নিচে একটি চিত্রের সাহায্যে মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো দেখানো হলো :

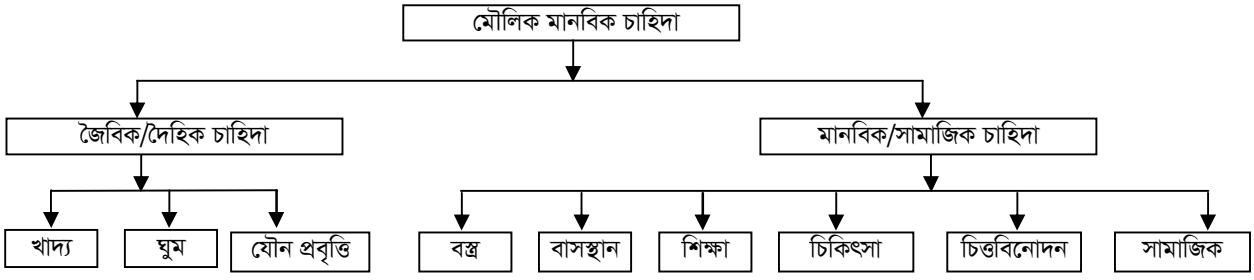

চিত্র ১.২ : মৌলিক মানবিক চাহিদা

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ক, গ ও ঘ) ধারা অনুযায়ী অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং সামাজিক নিরাপত্তাকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

মানুষের বেঁচে থাকা, দৈহিক ও মানবিক বিকাশ সাধন এবং সুস্থ ও সভ্য নাগরিক জীবন যাপনের জন্যে যা একান্তভাবে প্রয়োজন এবং যার কোন বিকল্প নেই তা'ই হলো মৌলিক মানবিক চাহিদা। জন্মের পর থেকে জীবন ধারণের জন্য এবং পরবর্তীতে সামাজিক সদস্য হিসেবে চলার জন্য মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদার পরিপূরণ আবশ্যক। সংবিধানের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদার স্বীকৃতি যেমন দেয়া হয়েছে তেমনি ঐ চাহিদা পূরণের সাধারণ প্রতিশ্রুতিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। মৌলিক মানবিক চাহিদা নয় কোনটি?

ক) খাদ্য খ) বস্ত্র

গ) ঘুম ঘ) বিনোদন

২। মৌলিক মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

i) পরিবর্তনশীলতা

ii) অভাব থেকে উদ্ভূত

iii) অপরিহার্যতা

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.২ মৌলিক মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্য ও ধরন (Charateristics and Types of Basic Human Needs)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.২.১ মৌলিক মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১.২.২ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধরন সম্পর্কে লিখতে পারবেন ।

১.২.১ মৌলিক মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্য

মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা ও সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মৌলিক মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

প্রথমত: স্বভাবজাত প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি হতে মৌলিক মানবিক চাহিদার উদ্ভব। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, দৈহিক বিকাশ ও সামাজিকতা বজায় রাখার জন্য মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের কোনো বিকল্প নেই। এমনকি স্বাভাবিক পন্থায় এসব চাহিদা পূরণে অসমর্থ হলে অবৈধভাবে মানুষ এসব প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে বাধ্য হয়। যেমন–মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করে অথবা অখাদ্য গ্রহণে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে এবং গাছের চাল-বাকল, লতা-পাতা এমনকি পশুর চামড়া দ্বারা বস্ত্রের অভাব দূর করে থাকে।

দ্বিতীয়ত: মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন ধরনের হলেও সকল স্থানে, সকল সময়ে, সকল মানুষের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ সর্বজনীন ও চিরন্তর। অর্থাৎ এসব চাহিদা পূরণ অভিন্ন এবং জাতি, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য। কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকার কারণে চাহিদা মেটানোর প্রক্রিয়াতে কিছুটা তারতম্য ঘটে থাকে।

তৃতীয়ত: যুগপৎভাবে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ বাঞ্ছনীয়। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথে অন্যান্য সামাজিক প্রয়োজনগুলো পূরণ জরুরি। কারণ কোনো মানুষই স্বয়ংস্পূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে না, যতক্ষণ না তার মৌলিক ও মানবিক প্রয়োজন গুলো একত্রে পূরণ করা হয়।

চতুর্থত: মানবীয় চাহিদা অনন্য। কেননা মানবীয় চাহিদাগুলো মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে তেমন দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে মানবীয় চাহিদাগুলো মানুষকে প্রাণীজগতে এক আলাদা অস্তিত্ব দান করছে।

পঞ্চমত: সমাজ ও সভ্যতা বিকাশে মৌলিক মানবিক চাহিদা অপরিহার্য। কেননা শিক্ষা, বস্ত্র, আবাসন ইত্যাদি ব্যতীত সভ্যতা কল্পনা করা যায় না।

ষষ্ঠত: মৌলিক মানবিক চাহিদার পরিপূরণের সুযোগ সমাজে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। অন্যদিকে, এর অপূরণজনিত কারণে সমাজে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

সপ্তমত: আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র দেশের সকল মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেননা প্রতিটি দেশে সাংবিধানিকভাবেই মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করলে বলা যায়, মানবজীবনে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

১.২.২ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধরন

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী Charlotte Towle (১৯৬৫) তাঁর *"Common Human Needs"* গ্রন্থে মানুষের ছয়টি অপরিহার্য মৌলিক মানবিক চাহিদার উল্লেখ করছেন– ১। খাদ্য (food); ২। বস্ত্র (cloth); ৩। আশ্রয় বা আবাসন (shelter); ৪। শিক্ষা (education); ৫। স্বাস্থ্য (health); ও ৬। চিত্তবিনোদন (recreation)।

বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানিগণ 'নিরাপত্তা' (security) কেও অপরিহার্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখন বিশ্বব্যাপী খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন, ও নিরাপত্তা - এ সাতটিকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়। এছাড়া কিছু গৌণ চাহিদা রয়েছে যেগুলো সমাজভেদে অনেক মানুষের পক্ষে পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন– ধর্ম, স্বাধীনতা প্রভৃতি। যদিও সমাজভেদে যৌনচাহিদা, স্নেহ ও প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি চাহিদা পূরণের ধরনে তারতম্য দেখা দিতে পারে, এগুলো সকল মানুষের চিরন্তন মনোদৈহিক চাহিদা। তবে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে

মৌলিক মানবিক প্রয়োজনসমূহের পরিসর ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৫ (ক, খ ও ঘ) ধারা অনুযায়ী- অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং সামাজিক নিরাপত্তাকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিচে মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো বর্ণনা করা হলো–

১। **খাদ্যঃ** মৌলিক মানবিক চাহিদার মধ্যে প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হলো খাদ্য। মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্য বলতে মানবোপযোগী অর্থাৎ মানুষের খাওয়ার উপযোগী খাদ্যদ্রব্যকে বুঝানো হয়। মানবদেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য অপরিহার্য। মৌলিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রাক-জন্মাবস্থা হতে মৃত্যু পর্যন্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। মানুষ স্বাভাবিক উপায়ে (সামাজিক রীতি ও বিধি-নিষেধ অনুযায়ী) খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে অস্বাভাবিক উপায়ে (সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বা সামাজিক রীতি-নীতি পরিপন্থি উপায়ে) তা পূরণের চেষ্টা করে। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা এবং মানবিক ও দৈহিক বিকাশের জন্য খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য বলতে সুষম খাদ্যকে বোঝানো হয়। অন্যদিকে মানবোপযোগী খাদ্য বলতে মানুষের ধর্ম, বর্ণ, সমাজ, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি অনুমোদিত সুষম খাদ্যকে (balance diet) বুঝানো হয়ে থাকে। কারণ এক সমাজের, ধর্মের বা বর্ণের লোকদের জন্য যা মানবোপযোগী খাদ্য হিসেবে স্বীকৃত, অন্যকোনো সমাজে, ধর্মে বা বর্ণে তা নিষিদ্ধ খাদ্য হিসেবে গণ্য হতে পারে।

চিত্র ১.২.১: মৌলিক মানবিক চাহিদা : খাদ্য

খাদ্যের উপাদান অনুসারে সমগ্র খাদ্যকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়– আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন লবণ ও পানি। মানব দেহের রাসায়নিক গঠনের মধ্যেও এ উপাদানগুলো রয়েছে। নানাবিধ খাদ্য হতে দেহ এসব উপাদান পেয়ে থাকে। যে খাদ্যে শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি, বিকাশ ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে থাকে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যালরি দেয় তাকে সুষম খাদ্য বলা হয়। সুষম খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যকে আবার তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়– (ক) শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাবার যেমন– দুধ, ডিম ইত্যাদি; (খ) শক্তিদায়ক খাবার যেমন– ভাত, রুটি, আলু ইত্যাদি এবং (গ) রোগ প্রতিরোধক খাবার যেমন– শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদি । এছাড়া খাদ্যের উপাদান এবং খাদ্যের কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে খাদ্যসমূহকে চারটি মৌলিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন– ১। স্নেহজাতীয় খাবার, ২। প্রোটিন বা আমিষজাতীয় খাবার, ৩। শস্যজাতীয় খাবার, ৪। শাক-সবজি ও ফলজাতীয় খাবার।

২। **বস্ত্রঃ** মানব সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে বস্ত্র হলো দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবিক চাহিদা। তাছাড়া প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা হতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মানবজীবনে বস্ত্রের প্রয়োজন। এজন্য খাদ্যের সঙ্গে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সামাজিকতা রক্ষার জন্য বস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন মানুষের লজ্জা নিবারণে ব্যবহৃত পাতার আবরণের আধুনিক রূপান্তর হলো বস্ত্র। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ অনাহারে থাকতে পারে, কিন্তু বস্ত্রহীন অবস্থায় সমাজে একমুহূর্ত বসবাস করতে পারে না। বস্ত্রের ব্যবহারই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী হতে সভ্যতার মর্যাদা দান করেছে। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক বজায় রেখে স্বাভাবিক ও সভ্য জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে বস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। বস্ত্রের চাহিদা অপূরিত থাকলে মানুষ সামাজিকতা রক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে, বস্ত্র ব্যতীত মানুষ প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা যেমন– বর্ষা ইত্যাদি হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ফলে বস্ত্রের অভাবে যেমন মানুষের সামাজিকতা রক্ষা তথা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, তেমনি জনস্বাস্থ্যের প্রতিও হুমকির সৃষ্টি হয়। প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষের বেলায়ই বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দৈহিক ও সামাজিক প্রয়োজন ছাড়াও বস্ত্রের ধর্মীয় ও নৈতিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই বস্ত্র কেবল

চিত্র ১.২.২: মৌলিক মানবিক চাহিদা : বস্ত্র

শারিরীক কষ্টই লাঘব করে না বরং ধর্মীয় ও সামাজিক নৈতিকতাও বজায় রাখে। শুধু জীবিত অবস্থাতেই নয়, মৃত্যুর পরও পৃথিবীর প্রায় সব সমাজে মানুষ বস্ত্র দিয়ে মৃতদেহকে আচ্ছাদনের পর তার সৎকার করে থাকে।

৩। **বাসস্থানঃ** বাসস্থান বলতে মানুষের বসবাসের জন্য ঘর-বাড়িসহ কোনো স্থানকে বুঝানো হয়। মানুষের আদি ও অকৃত্রিম মৌলক প্রয়োজন হলো বাসস্থান। শুধু মানুষের জন্যই নয়, পশু-পাখিরও আশ্রয় প্রয়োজন। তাই মৌলিক চাহিদা হিসেবে বাসস্থানের গুরুত্ব ব্যাপক ও বহুমুখী। প্রথমত, রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, শীত-তাপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পীড়ন ও জীব-জানোয়ারের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, নিরাপদে বিশ্রাম, নিদ্রা ও পারিবারিক জীবন যাপনের জন্য উপযুক্ত স্থায়ী ও নির্দিষ্ট বাসস্থান আবশ্যক। তৃতীয়ত, মানুষ সামাজিক জীব, নির্দিষ্ট বাসস্থান ব্যতীত সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সেজন্য বাসস্থানকে সমাজের বুনিয়াদ বলা হয়। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট স্থায়ী বাসস্থান মানুষকে স্থিতিশীল করে মানব সভ্যতার ভিত্তি রচনা করেছে।

চিত্র ১.২.৩ : মৌলিক মানবিক চাহিদা : বাসস্থান

চতুর্থত, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পঞ্চমত, স্থায়ী বাসস্থান সামাজিক সংহতি ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারক ও বাহক। বাসস্থানহীন ভাসমান মানুষ সামাজিক বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে বলে তারা নানা অপরাধ ও অনাচারের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । ষষ্ঠত, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উপযুক্ত ও নিরাপদ বাসস্থানের অভাবে পুষ্টিকর খাবার খেয়েও মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সপ্তমত, ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামাজিকীকরণ ও চরিত্র গঠনের জন্যও উপযুক্ত বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সর্বোপরি, সমাজের মৌল প্রতিষ্ঠান পরিবার, বাসস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, স্থায়ী আবাস সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি।

৪। **শিক্ষাঃ** সুশিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। তাই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পরে শিক্ষাকে সারাবিশ্বে অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। শিক্ষাই মানুষকে মেধা ও যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। বস্তুত, স্কুল-কলেজের মাধ্যমে তথা আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠভাবে জানা বা জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াকে শিক্ষা বলে। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির সাথে জাগতিক সমস্যা সমাধানে যে কলাকৌশল মানুষকে সাহায্য করে তাই শিক্ষা। মনীষী ফ্রেডারিক হাবার্টের মতে, শিক্ষা হচ্ছে মানুষের বহুমুখী প্রতিভা এবং অনুরাগের সুষম প্রকাশ। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় শিক্ষাকে মৌলিক চাহিদার মর্যাদা দিয়ে বলা হয়েছে, "শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে- যা তাকে আধুনিক ও উৎপাদনক্ষম করে তুলে এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, পুষ্টি ও আশ্রয়ের মতো অপরিহার্য মৌলিক চাহিদাগুলো অর্জনে পারঙ্গম হতে এবং সক্রিয় ভূমিকা পালনে সহায়তা করে।" পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে মানুষকে সক্ষম করার প্রধান উপায় হলো শিক্ষা। শিক্ষা অন্যান্য মৌলিক চাহিদা হতে ব্যতিক্রম। কেননা অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং মানব সভ্যতার বিকাশের প্রধান উপকরণ। মানবসম্পদ উন্নয়নের সর্বোত্তম বিনিয়োগ খাত হলো শিক্ষা। শিক্ষার্জনের মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রতিভা ও ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ লাভ করে। শিক্ষা মানুষকে নিজের ও সমাজের উন্নয়নে অর্থবহ ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তুলে। শিক্ষার অভাবে অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, যার প্রভাবে মানুষ নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। তাই বলা যায়, মানুষের সহজাত মানবীয় প্রতিভা ও অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যম হলো শিক্ষা।

চিত্র ১.২.৪ : মৌলিক মানবিক চাহিদা : শিক্ষা

৫। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা: স্বাস্থ্যই সকল সুখের মুল। মানব সমাজ গঠনে শিক্ষার পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (১৯৪৮) এর সংজ্ঞানুযায়ী, "স্বাস্থ্য হলো দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক দিক হতে পরিপূর্ণ কল্যাণকর অবস্থা। শুধু রোগমুক্ত অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।" তাই স্বাস্থ্য রক্ষা মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামজিক উন্নয়নের প্রধান সহায়ক হচ্ছে স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যহীনতার প্রভাবে যেমন মানুষের কর্মক্ষমতা লোপ পায়, তেমনি মাথাপিছু আয় ও জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পায়। এজন্য স্বাস্থ্যকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। স্বাস্থ্য রক্ষা অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। দেশের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নের প্রধান সহায়ক হচ্ছে সুস্থ, সবল ও কর্ম-নৈপুণ্যসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি। স্বাস্থ্যহীনতার দরুন জনগণের গুণগত মান ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। স্বাস্থ্যহীনতার ফলে পরনির্ভরশীলতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা, শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা হাস, আয়ুস্কাল হ্রাস, দরিদ্রতার প্রসার, শ্রম বিমুখতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়।

চিত্র ১.২.৫ : মৌলিক মানবিক চাহিদা : স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

৬। চিত্তবিনোদন: নির্মল আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হলো চিত্তবিনোদন। চিত্তবিনোদন আধুনিক শিল্পসমাজের অন্যতম হাতিয়ার, যা মানুষের কর্মস্পৃহাকে পুনঃউজ্জীবিত করে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ (গ) উপধারায় যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সৃজনশীল জীবনধারা, গঠনমূলক চিন্তা ও মনের খোরাক জোগায় নির্মল আনন্দ ও চিত্তবিনোদন। মনীষী Harold B. Mayer এবং Charles K. Bright Bill (১৯৫৬) চিত্তবিনোদনের সংজ্ঞায় "Community Recreation" গ্রন্থে বলেছেন, "চিত্তবিনোদন মানে শুধু সময়ের শূন্যতা পূরণ নয়, সময় কাটানোও নয়, বরং এর লক্ষ্য হচ্ছে সময়কে অর্থবহ ও জীবন্ত করে তোলা। এজন্য জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ এ 'ব্রতচারী' শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। নির্মল চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ, পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান, সুপ্ত প্রতিভা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ, সুস্থ্য দেহ এবং মনের বিকাশ সম্ভব। সর্বোপরি, সুপ্ত প্রতিভা এবং সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে মানবজীবনে চিত্তবিনোদনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭। নিরাপত্তা: 'নিরপত্তা' প্রত্যয়টির আভিধানিক অর্থ নিরাপদ অবস্থা বা বিপদশূন্যতা। নিরাপদ অবস্থা দু'ধরনের যথা– সামাজিক নিরাপত্তা ও শারীরিক নিরাপত্তা। ব্যক্তির উভয় ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষভাবে অর্থনৈতিক সুরক্ষা কার্যক্রম। বিপন্ন মানুষের মৌল চাহিদা পূরণের সহায়তাকল্পে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ঘ) উপধারায় এর উল্লেখ রয়েছে। এটি সর্বজনীন নয়। কেননা শুধু বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতিতে প্রবীণ, বিধবা, এতিম, বেকার, প্রতিবন্ধী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা পেশাগত দুর্ঘটনায় নিপতিত অসহায় ও অবলম্বনহীন মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া হয়। অপরদিকে শারীরিক নিরাপত্তা সর্বজনীন প্রয়োজন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বয়সের সব মানুষের শারীরিক আঘাত তথা ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। আমাদের সংবিধান এবং আইনেও আপামর সকল নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানের স্বীকৃতি রয়েছে। শারীরিক আঘাত বা শারীরের জন্য অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিকর কারণে মানুষ পঙ্গু, অক্ষম এমনকি মৃত্যুবরণ করতে পারে। তাই সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য নিরাপত্তা একটি মৌলিক চাহিদারূপে স্বীকৃত।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক জীব হিসেবে জীবন চলার পথে মানুষের চাহিদা অগণিত। কিন্তু কিছু কিছু চাহিদা বিশ্বের সব মানুষের সবসময়ের। এগুলোকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে গণ্য করা হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য। সত্যিকার অর্থে, মানুষ এগুলো পূরণের কাজেই জীবনভর ব্যতিব্যস্ত থাকে। আহার, আশ্রয় আর চিকিৎসা সকল প্রাণীর মৌলিক চাহিদা হলেও এগুলোর সাথে শিক্ষা, বস্ত্র ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের অগ্রাধিকারভিত্তিক মানবীয় চাহিদা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের জন্যে একটি-

ক) জৈবিক চাহিদা খ) সামাজিক চাহিদা

গ) উভয়ই ঘ) কোনটাই নয়

২। বাংলাদেশের সংবিধানের কততম অনুচ্ছেদে মৌলিক মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে?

ক) ১০ তম খ) ১৫ তম

গ) ১৮ তম ঘ) ২০ তম

পাঠ-১.৩ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি (Present Situation of Basic Human Needs in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৩.১ বাংলাদেশ মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ লিখতে পারবেন।

১.৩.১ বাংলাদেশ মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

একটি দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদাপূরণ নির্ভর করে সে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোগত অবস্থানের উপর। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। বাংলাদেশের খানা ব্যয় জরিপ-HIES, ২০১০ অনুযায়ী, এদেশের শতকরা ৩১.৫ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়। জাতীয় আয়ের মাত্র ১৫.৯৬ শতাংশ আসে কৃষিখাত থেকে। শিল্পখাতও তেমন উন্নত নয়। কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির উভয় ক্ষেত্রেই অনগ্রসরতার দরুন এ দেশের সম্পদ ও মাথাপিছু আয় কম। যদিও দেশের মানুষের আয় আগের তুলনায় বেশ বেড়েছে। বর্তমানে মাথাপিছু আয় ১,৩১৪ মার্কিন ডলার। ফলে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ পরিস্থিতিরও উন্নতি হওয়া কথা। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এর থেকে ভিন্ন। সমাজের উপরের স্তরের মানুষের আয় বৃদ্ধি পেলেও মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং খেটে খাওয়া মানুষের আয়ের তেমন পরিবর্তন হয়নি।

অন্যদিকে, অধিকাংশ জনগণের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা যেমন– জনসংখ্যাস্ফীতি, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, বেকারত্ব, নিম্ন জীবনমান, স্বাস্থ্যহীনতা, কুসংস্কার, অপরাধ প্রবণতা, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভাবে এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ন্যূনতম মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছে না। নিচে বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। খাদ্য (Food): খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। জীবনধারণ, দৈহিক ও মানসিক বিকাশের অপরিহার্য উপাদান হলো খাদ্য। অধিক জনসংখ্যা, অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা, আবাদি জমি হ্রাস, ভূমির অনুর্বরতা ও খণ্ড-বিখণ্ডতা, ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যদ্রব্যের অসম বণ্টন ইত্যাদি বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যার প্রধান কারণ। বাংলাদেশে খাদ্যঘাটতির প্রভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ন্যূনতম খাদ্যমান অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে বাংলাদেশে খাদ্যের ন্যায় মৌলিক চাহিদা পূরণ প্রতিকূল অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৬ শতাংশ। মাথাপিছু আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ০.১৫ একর অথচ একজন মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য ন্যূনতম ১.৬৮ একর আবাদযোগ্য জমির প্রয়োজন। বর্তমান জনসংখ্যার সাথে প্রতিবছর যুক্ত হচ্ছে প্রায় ২৫ লাখ নতুন মুখ, যারা আবাদি জমির পরিমাণ কমাচ্ছে, বিপরীতে খাদ্য চাহিদা বাড়াচ্ছে। ফলে খাদ্য গ্রহণের পরিমান পর্যায়ক্রমে কমে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে ৩১.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বাজারে খাদ্যসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী সুষম ও প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয়ের সামর্থ রাখে না। ফলে অনেকেই খাদ্যাভাবে অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটায়, নয়তো অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ক্ষুধার তাড়না মেটানোর চেষ্টা করে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশগত কারণে প্রায় প্রতিবছরই মৌসুমি অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন প্রভৃতি দুর্যোগ ফসলের ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়াই অনুন্নত সেখানে এ সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয় খাদ্য উৎপাদন সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলে।

পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি রক্ষার জন্য একজন মানুষের প্রতিদিন ২৫ আউন্স খাদ্যের প্রয়োজন অথচ বাংলাদেশে একজন লোকের গড় খাদ্য গ্রহণের পরিমান মাত্র ১৫ আউন্স। বাংলাদেশ পরিসখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৩৮১.৭৪ লাখ মেট্রিক টন, আমদানি করা হয়েছিল ৩১.২৪ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৮.৪৩ লাখ মেট্রিক টন।

নিচের সারণিতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসখ্যান দেখানো হলো–

সারণি ১.৩.১: খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্যশস্য	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫ (লক্ষমাত্রা)
আউশ	১৮.৯৫	১৭.০৯	২১.৩৩	২৩.৩২	২১.৫৮	২৩.২৬	২৩.২৮ (প্রকৃত)
আমন	১১৬.১৩	১২২.০৭	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	১৩১.৯০ (প্রকৃত)
বোরো	১৭৮.০৯	১৮৩.৪১	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৭৮	১৯০.০৭	১৮৯.৭৭
মোট চাল	**৩১৩.১৭**	**৩২২.৫৭**	**৩৩৫.৪১**	**৩৩৮.৮৯**	**৩৩৮.১৪**	**৩৪৩.৫৬**	**৩৪৪.৯৫**
গম	৮.৪৯	৯.৬৯	৯.৭২	৯.৯৫	১২.৫৫	১৩.০২	১৩.৩৩
ভুট্টা	৭.৩০	৮.৮৭	১৫.৫২	১২.৯৮	২১.৭৮	২৫.১৬	২৫.২১
মোট	**৩২৮.৯৬**	**৩৪১.১৩**	**৩৬০.৬৫**	**৩৬১.৮২**	**৩৭২.৬৬**	**৩৮১.৭৪**	**৩৮৩.৪৯**

(উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয়, জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত)

বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা শুধু পরিমাণগতই নয়, গৃহীত খাদ্যের গুণগতমানও অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে তিন হাজার কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তিকে ন্যূনতম দৈনিক মাথাপিছু প্রয়োজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত ২০০৫ সালের পারিবারিক আয়-ব্যয় জরিপের তথ্যানুযায়ী পল্লীর জনগোষ্ঠীর ৩৯.৫ শতাংশ এবং শহরের ৪৩.২ শতাংশ লোক দৈনিক মাথাপিছু ২,১২২ কিলোক্যালরি গ্রহণ করে। অন্যদিকে মাথাপিছু দৈনিক ১,৮০৫ কিলোক্যালরি গ্রহণ করে গ্রামের ১৭.৯ শতাংশ এবং শহরে ২৪.৪ শতাংশ লোক। দেশের জাতীয় উৎপাদনে খাদ্যঘাটতির চক্রাকার প্রভাব নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো–

খাদ্যের মতো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা থেকে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, শিল্পায়নের মন্থরগতি ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়। খাদ্যঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। ফলে অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না।

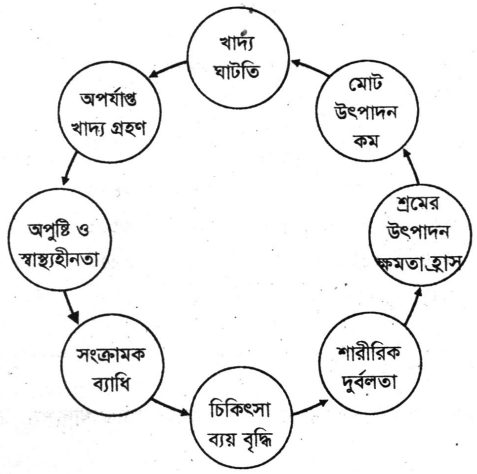

চিত্র ১.৩.১: খাদ্যঘাটতির প্রভাব

২। বস্ত্র (Clothing): মৌলিক মানবিক চাহিদার মধ্যে খাদ্যের পরই বস্ত্রের স্থান। বস্ত্র সভ্যতার সর্বপ্রধান নির্দেশক ও নিদর্শন। বাংলাদেশে বস্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবিক চাহিদা আর্থিক কারণে সব শ্রেণির জনগণের পক্ষে যথাযথভাবে পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। ত্রুটিপূর্ণ বস্ত্রনীতি, বস্ত্রশিল্পের জাতীয়করণের ফলে সৃষ্ট অনিয়ম, দুর্নীতি, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রতিকূল পরিবেশ, দুর্ঘটনা, উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি বাংলাদেশের বস্ত্র সমস্যাকে তীব্র করে তুলেছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে মাথাপিছু বস্ত্রের চাহিদা হলো বছরে ১০ মিটার। এ হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে বার্ষিক বস্ত্রের চাহিদার পরিমাণ প্রায় ১৫১ কোটি মিটার। তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজন প্রায় ২৫০ কোটি মিটার। অর্থাৎ মোট চাহিদা হচ্ছে ৪০১ কোটি মিটার। অথচ বস্ত্রখাতে মোট উৎপাদন প্রায় ৩০০ কোটি মিটার। ফলে বর্তমানে দেশে বস্ত্রঘাটতির পরিমাণ হলো প্রায় ১০১ কোটি মিটার। অন্য এক হিসাবে জানা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু পুরাতন কাপড়ের ব্যবহার ০.১ মিটার এব নতুন কাপড় ১২.৩ মিটার।

উপর্যুক্ত তথ্য থেকে বাংলাদেশে বস্ত্রের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় নিতান্তই কম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি ব্যষ্টিক পর্যায়ে বস্ত্রের বাস্তব অবস্থা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে আরও হতাশাজনক চিত্র পাওয়া যাবে। বস্ত্রের চাহিদা পূরণে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ পুরাতন কাপড় বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। বস্ত্রের অভাবে একদিকে অসংখ্য দরিদ্র ও দুস্থ মানুষ শীত ও গ্রীষ্মকালে প্রতিকূল পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন করছে, অন্যদিকে বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশি পুরাতন কাপড় আমদানি জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।

৩. বাসস্থান (Housing): সমাজ ও সভ্যতাকে স্থিতিশীল রূপদানের ক্ষেত্রে বাসস্থানের অবদান সবচেয়ে বেশি। অথচ বর্তমানে বাংলাদেশে শহর ও গ্রাম উভয় এলাকায়ই বাসস্থান সমস্যা প্রকট। জাতিসংঘের তথ্যানুসারে এদেশের প্রায় ১০ লাখ লোক গৃহহীন। এরা অন্যের বাড়িতে, অফিস, দোকানপাটের বারান্দায়, পার্কে রাত কাটায়। পরিকল্পনা কমিশনের

হিসাব মতে, গ্রামীণ জনগণের ৭% অন্যের বাড়িতে, ২২.৬% জরাজীর্ণ বাসগৃহে এবং শহরের ৮% লোক বস্তিতে মানবতের জীবনযাপন করছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বসতভিটাহীন পরিবারের সংখ্যা ১৪ লাখ ৯১ হাজার ৮৫৫টি। নিম্নে জনসংখ্যা ও গৃহগণনা রিপোর্ট–২০১১ অনুযায়ী এদেশে গৃহনির্মাণ কাঠামোর ধরন তুলে ধরা হলো–

সারণি ১.৩.২: গৃহনির্মাণ কাঠামোর ধরন

এলাকা	ঝুপড়ি	কাঁচা	আধাপাকা	পাকা
শহর	২.৬%	৩২.৮%	৩২.১%	৩২.৫%
গ্রাম	৩.০%	৭৫.৭%	১৬.০%	৫.৩%

(উৎস: ভূমিমন্ত্রীর জাতীয় সংসদে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০)

উপর্যুক্ত বাস্তব তথ্যসমূহ থেকে বাংলাদেশে বাসস্থানের মতো মৌলিক মানবিক চাহিদার করুণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে প্রতি বছর ১.৩৬%। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রায় ৪ লাখ ৩৫ হাজার নতুন বাসগৃহের প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হচ্ছে না বলে আবাসন সমস্যা দিন দিন আরও প্রকট হচ্ছে। যদিও আবাসনের চাহিদা মোকাবিলার জন্য নতুন বাসগৃহ তৈরি হয় এর বৃদ্ধির হার খুবই কম, যা নিচের সারণি থেকে সহজেই বোঝা যায়।

সারণি ১.৩.৩ : ১৯৭৩-২০১১ সাল পর্যন্ত খানা (Household) বৃদ্ধির হার

এলাকা	১৯৭৩-৮১	১৯৮১-৯১	১৯৯১-২০০১	২০০১-২০১১
শহর	৮.৯	৫.৭	৫.৪	৫.৫
গ্রাম	১.৩	২.০	২.৫	২.৬

উপর্যুক্ত বাস্তব তথ্যসমূহ থেকে বাংলাদেশে বাসস্থানের মতো মৌলিক মানবিক চাহিদার করুণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিবছর ঝড়-বন্যা-জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে বাসস্থান সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে।

৪. শিক্ষা (Education): অন্যান্য মৌলিক মানবিক চাহিদার মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও আমাদের দেশের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। শিক্ষিতের হার বাড়ছে, তবে তা খুবই ধীরগতিতে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫ অনুযায়ী বর্তমান সাক্ষরতার হার মাত্র শতকরা ৬২.৩ ভাগ। যার মধ্যে পুরুষ শতকরা ৬৫.০ ভাগ এবং মহিলা ৫৯.৭ ভাগ। বর্তমানে স্কুলে শিশুদের নিবন্ধের হার বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তাদের শতকরা ৭৫ জন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করে স্কুল ছেড়ে দেয়। স্কুলত্যাগী শিশুর হার শতকরা ৩৪ ভাগ। বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে ১.৩.৪ নং সারনিতে শিক্ষা সক্রান্ত মৌলিক তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১.৩.৪: বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান মৌলিক তথ্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন	বছর	সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০১৪	১০৮৫৩৭	৩১৯২৯৪	১৯৫৫২৯৭৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০১৪	১৭২৭	২১৪৩৭৫	৮৭৯২৮৫৫
সরকারি কলেজ	২০১৪	২৬০	১২৫১১	১৩১৬৮৬৬
বেসরকারি কলেজ	২০১৪	১৪৭১	৫৫৮৮৫	১৫৯৮৫৬৯
সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	২০১৪	১৫	৫২৮৬	৩৪৫৬২৪
সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি)	২০১৪	৭৬	৮৪৮৫	২৯৮২০২

(উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫)

বর্তমানে শিক্ষাখাতকে ব্যাপক অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচে ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার সারণিতে দেখানো হলো–

সারণি ১.৩.৫: প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার

সাল	মোট (লাখ)	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)
২০১০	১৬৯.৫৮	৪৯.৫০	৫০.৫০
২০১১	১৮৪.৩২	৪৯.৬০	৫০.৪০
২০১২	১৯০.০৩	৪৯.৮০	৫০.২০
২০১৩	১৯৫.৮৫	৪৯.৯৪	৫০.০৬
২০১৪	১৯৫.৫৩	৪৯.৩০	৫০.৭০

(উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)

১৯৯৪ সালে সরকার প্রবর্তিত মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি এদেশে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা–২০০৮ অনুযায়ি প্রতি ১০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৫২ । নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক পরিবর্তন বাল্যবিবাহ রোধ, প্রজনন হার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই নগরকেন্দ্রিক এবং সমাজের উচ্চবিত্তের লোকদের সন্তানরাই এর অধিক সুবিধাভোগী। পল্লি এলাকায় শিক্ষার সুযোগ এবং হার অপেক্ষাকৃত কম। গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষিতের হার শহরের তুলনায় কম। শহরের শিক্ষিতের হার ৬৫.৮৩ শতাংশ, গ্রামে ৫১.৮১ শতাংশ। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনা মূল্যে বই সরবরাহ, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি কার্যক্রম চালু, মেয়েদের মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, নতুন কারিক্যুলাম প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনসহ নানাবিধ উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার প্রভাবে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. স্বাস্থ্য (Health): বাংলাদেশে স্বাস্থ্য চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হয় না। স্বাস্থ্যহীনতা এদেশের একটি অতি পরিচিত চিত্র। প্রতিবছর এ দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারায়। অনেকে স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়ে কোনো রকমে জীবনের ঘানি টেনে চলে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের শতকরা ৬০ ভাগ লোক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ন্যূনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫-এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে চিকিৎসাক্ষেত্রে ২,১২৯ জনের জন্য মাত্র ১ জন ডাক্তার এবং ১,৬৫২ জন রোগীর জন্য সরকারি হাসপাতালে মাত্র ১টি শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার জন্য সরকারি হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ও সেবক-সেবিকার সংখ্যাও হতাশাব্যঞ্জক। দেশের প্রায় ১৫ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য চাহিদা কোনো মতেই পূরণ হচ্ছে না। তারই একটি সংখ্যাচিত্র নিচে সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

সারণি ১.৩.৬ : স্বাস্থ্যসেবার সংখ্যাচিত্র

বছর	ডিসপেনসারি	শয্যাসংখ্যা	রেজিস্টার্ড ডাক্তার	রেজিস্টার্ড নার্স	রেজিস্টার্ড ধাত্রী
২০১০-১১	১,৩৬২	৩৯,০৬৩	৫৩,০৬৩	২৫,০১৮	২৩,৪৭২
২০১১-১২	১,৩৬২	৫৮,৯৭৭	৫৮,৯৭৭	২৮,৭৯৩	২৭,০০০
২০১২-১৩	১,৩৬২	৪৫,৬২১	৬৪,৪৩৪	৩০,৫১৬	
২০১৩-১৪	১,১৮৪	৯৪,৩১৮	৭১,৯১৮	৩৩,১৮৩	

(উৎস: স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, উদ্ধৃত: অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫)

আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ বলতে গেলে শহরের এবং উপজেলা সদরে সীমাবদ্ধ। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসা একটা দুরাশামাত্র। দেশের প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৪ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ ৯ জন চিকিৎসক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল হাসপাতালে সকল প্রকার রোগের প্রধানত প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। বিশেষায়িত চিকিৎসার সুযোগ অতি সীমিত। বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য জেলা বা বিভাগীয় শহরের আসতে হয়। জনগণকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জুন-২০১৩ পর্যন্ত দেশে ৩,৮৮১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ৪২১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল ৭৫টি মেডিকেল কলেজ ও ৮২টি সেবিকা প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। Maternal Mortality and Health Care Survey, 2011-এর রিপোর্টে দেখা গেছে, বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুহার ২০০১ সালে ৩.২ শতাংশ থেকে ২০১৪ সালে ১.৯৪ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রজনন হার ও মৃত্যুহার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাতক শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৭০% শিশু রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। ভিটামিন 'এ'র অভাবে বছরে প্রায় ৩০ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া ও গলগণ্ড রোগ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে সুপেয় পানি গ্রহণকারী হার ৯৮.৩% এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারকারীর হার ৬৩.৮% । সবার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যঘাটতি, ভেজাল খাদ্যদ্রব্য, খাদ্য গ্রহণের নিম্নমান ও স্বল্পতা, চিকিৎসা সুবিধা ও স্বাস্থ্যসেবার স্বল্পতা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে স্বাস্থ্যহীনতা সমস্যা বিরাজ করছে।

৬. চিত্তবিনোদন (Recreation): বাংলাদেশে অন্যান্য মৌলিক চাহিদার মতো চিত্তবিনোদনের চাহিদাও ঠিকমতো পূরণ হয় না। কারণ নির্মল আনন্দ লাভের ব্যবস্থা বর্তমানে সীমিত হয়ে এসেছে। একসময় গ্রামগুলোতে জারিগান, সারিগান, বাউল

গান, পুঁথিপাঠ, যাত্রানুষ্ঠান, পালাগান, সড়কপথে ভাওয়াইয়া, নদ-নদীতে ভাটিয়ালী এবং মাঠ-ঘাট পল্লিগীতিতে মুখরিত ছিল। কাবাডি, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা, কানামাছি ইত্যাদি খেলাধুলার মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। এখন দারিদ্র্য ও শহরায়ণের প্রভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য মাঠের খালি জায়গা সব আবাদ করে ফেলায় খেলাধুলার জায়গা আর অবশিষ্ট নেই, তেমনি জীবিকার তাড়নায় সদাব্যস্ত মানুষের কাছে চিত্তবিনোদন অনেকটা বিলাসিতার মতো।

শহরে এক শ্রেণির প্রভাবশালী লোভী মানুষ খালি জায়গা দখল করে বড় বড় দালান ও বহুতল শপিং কমপ্লেক্স তৈরি করছে। ফলে শহরে পার্ক, মাঠ, লেক, ঝিল আর থাকছে না। বাংলাদেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্তবিনোদনের সুযোগ অনেকটা সীমিত। গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধার অভাবে দেশের যুবসমাজের আচরণের বিচ্যুতি ঘটছে। স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ও পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের কারণে সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা প্রভৃতি এবং ভি.সি.পি., ভি.সি.আর. ক্যাসেট প্লেয়ার, এফ.এম. রেডিওসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা গৃহের অভ্যন্তরেই চিত্তবিনোদনের সুযোগ প্রদান করছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রযুক্তির মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা, সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ফেসবুক চিত্তবিনোদনের সুযোগকে অবারিত করেছে। তবে ঐতিহ্যবাহী ঈদ উৎসব, শারদীয় দুর্গোৎসব, গ্রামীণ মেলা এখনো আছে। বাংলা নববর্ষের মেলার সাথে যুক্ত হয়েছে বিজয় মেলা, স্বাধীনতা উৎসব, বাণিজ্যমেলা, বইমেলা ইত্যাদি। বর্তমানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্রসহ শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি বইপড়া, খেলাধুলা, ব্যায়াম, ছবি আঁকা, ছবি তোলা, ভ্রমণ, বাগান করা ইত্যাদির মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণি বলতে গেলে চিত্তবিনোদনের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশে চিত্তবিনোদনের বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নয়।

সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। মুষ্টিমেয় সম্পদশালী গোষ্ঠী তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হলেও বিপুল দরিদ্র জনসাধারণ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে মানবেতর জীবন নির্বাহ করছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হচ্ছে না দীর্ঘকাল ধরেই। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য চাহিদা অধিকাংশ মানুষের অপূরিত থাকছে। ফলে এরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে আজ হয়তো কেউ না খেয়ে বা না পরে থাকে না কিন্তু সার্বিক মানবিক প্রয়োজন মিটছে না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনুন্নত কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা ইত্যাদি এর অন্যতম কারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। খাদ্যের পর কোনটি মৌলিক মানবিক চাহিদার দাবিদার?
ক) বস্ত্র খ) শিক্ষা
গ) বাসস্থান ঘ) চিত্তবিনোদন

২। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতাকে কি বলে?
ক) পুষ্টিহীনতা খ) স্বাস্থ্যহীনতা
গ) ম্যারাসমাস ঘ) কোয়াশিয়রকর

পাঠ-১.৪ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যা (Problems Arising from Unfulfilment of Basic Human Needs in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৪ বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.৪ বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যা

যে কোনো দেশের সামাজিক সমস্যা উদ্ভবের অন্যতম কারণ হলো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা। মৌলিক মানবিক চাহিদার যথাযথ পরিপূরণ না হলে যেমন সমস্যার সৃষ্টি হয়, তেমনি স্বাভাবিক উপায়ে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অস্বাভাবিক বা অবৈধ উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে এগুলো পূরণের প্রচেষ্টা থেকেও বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এজন্য সমাজবিজ্ঞানীরা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতাকে সামাজিক সমস্যার প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত কারণে বাংলাদেশে সৃষ্ট সমস্যাবলি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. পুষ্টিহীনতা (Malnutrition): মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে সৃষ্ট সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলো পুষ্টিহীনতা। সাধারণত খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাব, পরিমাণগত স্বল্পতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে সৃষ্ট অবস্থাই হচ্ছে পুষ্টিহীনতা। খাবারের ছয়টি উপাদানের যে কোনো একটি খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে বা অনুপস্থিত থাকলে পুষ্টি-প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফলে দেহে সে উপাদানের ঘাটতিজনিত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরূপ অবস্থাকে পুষ্টিহীনতা বলে। পুষ্টিহীনতা বলতে কেবল দুর্বল স্বাস্থ্যকেই বোঝায় না। এটি একটি দৈহিক আপেক্ষিক অবস্থা। পুষ্টিহীনতা বলতে নিম্নিলিখত অবস্থাকে বোঝায়:

ক. কাজ করার সামর্থ্যে ব্যাঘাত ঘটা;
খ. দৈহিক গাঠনিক সম্পূর্ণতার অভাব এবং
গ. দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের মাঝে গরমিল।

বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। BBS পরিচালিত জরিপ ও জাতীয় পুষ্টি জরিপ অনুসারে এদেশের শতকরা ৫০ জন শিশু পুষ্টিহীন। প্রতিবছর এ কারণে প্রায় ২ লাখ শিশু মারা যায়। শতকরা ১৫ জন শিশু ভিটামিন এ-এর অভাবে অন্ধত্ব ও রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়। পুষ্টিহীনতার জন্য ৬০ ভাগ মহিলো রক্তস্বল্পতায় ভোগে এবং অন্য বহু লোক রিকেট, স্কার্ভি, গলগণ্ড, বিকলাঙ্গতা, চর্মরোগ, কম বুদ্ধি, খাটো হওয়া প্রভৃতিতে ভোগে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত বিভিন্ন শিশু পুষ্টি জরিপের তথ্য থেকে পুষ্টিহীনতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিচের সারনিতে বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার ব্যাপকতা দেখানো হলো:

সারণি ১.৪.১: বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিমান (কম উচ্চতা)

	শহর		গ্রাম		জাতীয়	
পুষ্টিমান	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
চরম (৩য় ডিগ্রি)	১৪.৫	১৪.৪	১৭.৬	১৭.৮	১৬.৭	১৬.৮
মাঝারি (২য় ডিগ্রি)	২২.২	২১.৮	২৪	২৪.২	২৩.৫	২৩.৪
ক্ষীণ (১ম ডিগ্রি)	১.৪	১.৫	১.৬	১.৬	১.৫	১.৫
স্বাভাবিক	৬৩.৩	৬৩.৮	৫৮.৪	৫৮.১	৫৯.৮	৫৯.৮

(উৎস: Nutrition, Health and Demographic Survey in Bangladesh-2011)

সারণি ১.৪.২: ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিমান (কম ওজন)

	কহর		গ্রাম		জাতীয়	
পুষ্টিমান	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
চরম অপুষ্টি (৩য় ডিগ্রি)	১৫.৮	১৫	১৫.১	১৮.৪	১৫.৩	১৭.৩
মাঝারি অপুষ্টি (২য় ডিগ্রি)	২৭	২৭.৬	২৯.৯	২৭.৪	২৯.১	২৭.৫
ক্ষীণ অপুষ্টি (১ম ডিগ্রি)	১.৬	১.৭	১.৬	১.৮	১.৬	১.৭
স্বাভাবিক	৫৭.১	৫৭.৪	৫৫	৫৪.২	৫৫.৬	৫৫.২

(উৎস: Nutrition, Health and Demographic Survey in Bangladesh-2011)

পুষ্টিহীনতার এই ভয়াবহ অবস্থার মূলে অন্যান্য কারণ থাকলেও অপূরিত মৌলিক মানবিক চাহিদার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি দায়ী। খাদ্যঘাটতিই পুষ্টিহীনতার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। বাসস্থানের সংকটের কারণে নোংরা, অস্বাস্থ্যকর গৃহ ও বস্তিতে বসবাসের ফলে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। চিকিৎসার অভাবে এবং নিরক্ষরতার কারণে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অসচেতনতা প্রভৃতি অপুষ্টিতে প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্যসম্মত বস্ত্র ও নির্মল চিত্তবিনোদনের অভাবেও পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

২. স্বাস্থ্যহীনতা (Ill-health): শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ঘাটতি বা অভাবজনিত অবস্থাকে স্বাস্থ্যহীনতা বলে। বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে সৃষ্ট অন্যতম সমস্যা হলো স্বাস্থ্যহীনতা। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি মৌলিক মানবিক চাহিদা এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যের অভাবে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এসব কারণে এ দেশের অনেক মানুষ নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে স্বাস্থ্যহীনতার শিকার হয়। প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্যসম্মত বস্ত্রের সংকটের কারণে বহু লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। শিক্ষার অভাবও স্বাস্থ্যহীনতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। শিক্ষার অভাবে মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অজ্ঞ হয়। রোগব্যাধির কারণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যাপারে তারা অজ্ঞ থাকে। ফলে তারা স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, খোলামেলা ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু পর্যাপ্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান সংকটের কারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। নির্মল ও গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের অভাবে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, হতাশা, চাপ প্রভৃতি দূর করা সম্ভব হয় না। এজন্য তারা সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে। সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী পূরণ না হওয়ায় স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. গৃহ ও বস্তি সমস্যা (Housing and Slum Problem): গৃহ হচ্ছে মানুষের আশ্রয়স্থল। জনসংখ্যার তুলনায় গৃহের সংখ্যা কম। ফলে শহর এলাকায় অনেকেই বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বস্তি বলতে এমন এক অবহেলিত জনবসতি এলাকাকে বোঝায়, যেখানে জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগটুকুও থাকে না। অত্যন্ত নিম্ন জীবনমান, পয়ঃনিষ্কাশনের অভাব, পানীয় জল ও আলো-বাতাসের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপরাধ প্রভৃতি বস্তি এলাকার নিত্য সঙ্গী যা সমাজকে করে কলুষিত। এ কারণেই বস্তিকে সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের ১০ লাখ লোক গৃহহীন। এরা শহর, নগর, বন্দর এবং গ্রাম এলাকায় অস্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করে মানবেতর জীবনযাপন করছে। শিল্প ও শহরাঞ্চলের পাশে নিম্ন আয়ের লোকেরা গড়ে তোলে ছোট খুপরি ঘর যা বস্তি নামে পরিচিত। বাংলাদেশের শহরগুলোতে বস্তিসমস্যা অত্যন্ত প্রকট। শুধু ঢাকা শহরে ৩৫ শতাংশ লোক বস্তিতে বাস করে। ২০১১ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী এদেশে বস্তির সংখ্যা ছয় হাজার এবং বস্তির লোকসংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ। বস্তির নোংরা ঘিঞ্জি পরিবেশ স্বাস্থ্যহীনতা, সামাজিক সমস্যা ও অনাচারের সূতিকাগার। গৃহের স্বল্পতা ও বস্তির বিস্তারের ফলে স্বাস্থ্যহীনতা, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, অপরাধ, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, পতিতাবৃত্তিসহ নানা জটিল সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। গৃহ ও বস্তি সমস্যা দেশের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সাথে জড়িত। বাংলাদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থায় অন্ন-বস্ত্রের চাহিদা মোকাবিলা করার পর বাসস্থানের চাহিদা পূরণের সংগতি অনেকের থাকে না। গৃহ ও বস্তি সমস্যার অপর দিক স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের অভাব। এজন্য জনগণের শিক্ষার অভাব অনেকাংশে দায়ী। নিরক্ষর ও অজ্ঞ জনগণ ঝোপঝাড়ে ঘেরা, আলো-বাতাসহীন ঘর যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা জানে না বলে ঘরকে ঝুপড়িতে পরিণত করে রাখে।

৪. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা (Illiteracy and Ignorance): নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত একটি মারাত্মক সমস্যা। নিরক্ষরতা বলতে অক্ষরজ্ঞানহীন অবস্থা এবং অজ্ঞতা বলতে জ্ঞানের অভাবকে বোঝায়। দৈনন্দিন

জীবনের ক্ষুদ্র ও সাধারণ বক্তব্যকে উপলব্ধি সহকারে লিখতে এবং পড়তে অক্ষম ব্যক্তির অবস্থাকে নিরক্ষরতা বলে। বাংলাদেশের শতকরা ৩৮ জন লোক নিরক্ষর। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার মূলে অন্যান্য উপাদান থাকলেও অপূরিত মৌলিক মানবিক চাহিদার প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী। কারণ, শিক্ষার অভাব থেকেই সমাজে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দেখা দেয়। একমাত্র শিক্ষাই মানুষকে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না বলে তারা শিক্ষার প্রতি নজর দিতে পারে না। ফলে তারা নিরক্ষর ও অজ্ঞ থাকে। স্বল্প আয়ের লোকেরা বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি পূরণ করতে পারছে না বলে স্বভাবতই শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ থাকে না। ফলে তারা নিরক্ষর ও অজ্ঞ থেকে যায়।

৫. অপরাধপ্রবণতা (Criminality): সমাজের প্রচলিত আইনকানুন, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী কার্যকলাপকে অপরাধ বলে। অপূরিত মৌলিক মানবিক চাহিদার একটি অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে অপরাধপ্রবণতা। সমাজে বৈধ উপায়ে মানুষ যখন মৌলিক মানবিক চাহিদার একটি অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে অপরাধপ্রবণতা। সমাজে বৈধ উপায়ে মানুষ যখন মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, তখন অবৈধ বা অসামাজিক উপায়ে এগুলো পূরণের চেষ্টা করে। ফলে মানুষের মাঝে স্বভাবতই অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। অপরাধপ্রবণতার পেছনে বহু কারণ থাকতে পারে। তবে অপূরিত মৌলিক মানবিক চাহিদা সমাজে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টির একটি শক্তিশালী কারণ।

বাংলাদেশে বেশির ভাগ অপরাধই খাদ্যের চাহিদা পূরণ করার জন্য সংঘটিত হয়। বৈধ উপায়ে খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে ক্ষুধার্ত মানুষ চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, লুটতরাজ ইত্যাদি অপরাধের মাধ্যমে খাদ্য জোগাড়ের চেষ্টা করে। আবার শিক্ষার চাহিদা অপূরিত থাকলে মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দিতে পারে। অপরাধীদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যাই বেশি। নিরক্ষর মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, দায়িত্বজ্ঞানের অভাব এবং কুসংস্কারের বশে নানারকম সমাজবিরোধী কাজ করে। এতে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বাসস্থানের অভাব এবং বস্তি সমস্যা বিভিন্নভাবে ব্যক্তিকে অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। চিত্তবিনোদনের অভাবে জীবন একঘেয়ে ও বিস্বাদ হয়ে ওঠে, সৃষ্টি হয় নিরাশা, হতাশা আর বঞ্চনার যা মানুষকে অনেক সময় অপরাধের দিকে ধাবিত করে।

৬. **বেকারত্ব (Unemployment):** বেকারত্ব হলো এমন কর্মহীন অবস্থা, যে অবস্থায় কর্মহীনতার প্রভাবে কর্মক্ষম ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক চাহিদা স্বাধীনভাবে পূরণে অক্ষম হয়। বেকারত্বের ক্ষেত্রে খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি চাহিদা প্রভাবিত করে। যেমন– কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন কর্মক্ষমতা, সুস্থতা ও সবল দেহ। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক লোক প্রয়োজনীয় ও পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। ফলে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে, অকালে কর্মক্ষমতা হারায় এবং বেকার হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে কর্মসংস্থানের একটি অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। কিন্তু এদেশের অনেক লোক অশিক্ষিত ও অদক্ষ থাকায় তারা ঠিকমতো কাজ পায় না। ফলে তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে বেকার থাকতে বাধ্য হচ্ছে। নিচের সারণিতে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার বৃদ্ধির প্রবণতা দেখানো হলো:

সারণি ১.৪.৩: বেকারত্বের হার

জরিপের সন	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৯-২০০০	২০০২-০৩	২০০৫-০৬	২০১০
উভয়লিঙ্গ	৩.৫	৪.৩	৪.৩	৪.৩	৪.৫
পুরুষ	২.৮	৩.৪	৪.২	৩.৪	৪.১
মহিলো	৭.৮	৭.৮	৪.৯	৭.০	৫.৮

(উৎস: পরিসংখ্যান পকেট বুক ২০০৪ এবং ২০০৮, পৃ-১৪৮ ও ১৪৩ এবং শ্রমশক্তি জরিপ-২০১০)

৭. পারিবারিক ভাঙন, বিচ্ছেদ ও নিরাপত্তাহীনতা (Family Breakdown, Separation and Insecurity): মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত কারণে সৃষ্ট অনিবার্য সমস্যা হচ্ছে পারিবারিক ভাঙন, বিচ্ছেদ ও নিরাপত্তাহীনতা। এতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের মারাত্মক অবনতিসহ সম্পর্ক দুর্বল ও ছিন্ন হয়, পরিবার ভেঙে যায় এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। পরিবারে মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূর্ণ থাকলে তা বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দেয়। যেমন– দাম্পত্য কলহ, বিচ্ছেদ, বিবাহ বিচ্ছেদ, নিরাপত্তাহীনতা, ঝগড়া, মারামারি, নিরুদ্দেশ যাত্রা, আত্মহত্যা, হত্যা, নারী নির্যাতন, যৌতুক সমস্যা ইত্যাদি। এছাড়া মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত কারণে পরিবারের কার্যাবলী ও ভূমিকা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়, সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত কারণে ভিক্ষাবৃত্তি, নৈতিক অধঃপতন, দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধিত্ব, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, হতাশা, ব্যর্থতা, শিশুশ্রম ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অভাবে সমাজে পরস্পর সম্পর্কিত বহুমুখী আর্থ-সামাজিক ও মানবিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যা চক্রাকারে ক্রিয়াশীল থেকে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি করে।

সারসংক্ষেপ

মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ হওয়া মানব জীবনে অত্যন্ত অপরিহার্য। এই অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ না হলে আর্থ-সামাজিক ও মনো-দৈহিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া স্বাভাবিক ও সমাজস্বীকৃত উপায়ে এই সমস্ত প্রয়োজন পূরণ না হলে অস্বাভাবিক ও অবৈধ উপায় অবলম্বনে মানুষ বাধ্য হয়; যা বহুমুখী জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্যতম অন্তরায় হলো–

ক) অজ্ঞতা খ) অতিরিক্ত জনসংখ্যা

গ) উৎপাদন স্বল্পতা ঘ) দুর্নীতি

২। বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি মৌলিক মানবিক চাহিদার উল্লেখ করা হয়েছে?

ক) ছয়টি খ) সাতটি

গ) পাঁচটি ঘ) আটটি

পাঠ-১.৫ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় (Obstacles to Meet Basic Human Needs in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৫ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.৫ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়সমূহ

কোনো দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ নির্ভর করে সে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অনুকূল নয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। খানা ব্যয় জরিপ HIES-২০১০ এর তথ্যানুযায়ী, দেশের শতকরা ৩১.৫ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের পক্ষে মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো একটি মাত্র বিশেষ কারণ দায়ী নয়। এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক মানবিকচাহিদা পূরণ না হওয়ার পথে প্রদান অন্তরায় হলো দারিদ্র্য। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা–২০১৫ এর তথ্যানুযায়ী, এ দেশের শতকরা ৩১.৫ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এবং জনগণের মাথাপিছু আয় মাত্র ১,৩১৪ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, MDG Progress রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ২৪.৮০%লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ক্রিয়াশীল থেকে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫.১৬ কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৬%, জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০৩৫ জন। ফলে প্রতিবছর ২৪ লাখ জনসংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনধারণের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। কারণ মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৪০ ভাগ আসে কৃষিখাত থেকে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১৫.৯৬ শতাংশ। বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনের উপর মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের কৃষিব্যবস্থা এখনো অনেকটা প্রাচীন ও অবৈজ্ঞানিক। অনুন্নত কৃষিব্যবস্থার কারণে উৎপাদন সামান্য। ফলে কৃষির উপর নির্ভরশীল এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানসহ মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো ঠিকমতো পূরণ হয় না।

বাংলাদেশে মৌলিক চাহিদা পূরণের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টি, নদীরভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়; যা বাংলাদেশের সামগ্রিক মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণকে বিশেষভাবে ব্যাহত করছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে পরিবেশের বিপর্যয় অব্যাহত রয়েছে। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রভাবে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের উপকরণাদির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কর্মসংস্থানের অভাবে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বর্তমানে মোট জনশক্তির ৩০% বেকার, যার মধ্যে ৪০% শিক্তিত বেকার। বর্তমান বাংলাদেশে সর্বমোট বেকারের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। বেকারত্বের এই পরিস্থিতি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ত্রুটিপূর্ণ গঠন কাঠামোর ফলে নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার অধিক। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার ২০১০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিবছর ২৭ লক্ষ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে, অথচ কাজ পাচ্ছে মাত্র ১ লক্ষ ৮৯ হাজার মানুষ।

সম্পদের অসম বণ্টনও মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পথে বিরাট অন্তরায়। দেশে মোট সম্পদের ৯০% রয়েছে মাত্র ১০% লোকের হাতে। এই ১০ ভাগ লোক ভোগ-বিলাসের জীবন অতিবাহিত করলেও বাকি ৯০ ভাগ লোক ন্যূনতম

জীবনমান অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না। বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা বিরাজমান। অনগ্রসর শিল্প এ দেশের মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে অন্যতম অন্তরায়।

বাংলাদেশ প্রায় সব ব্যাপারেই বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা তাকে স্বাবলম্বী হতে বিভিন্নভাবে বাধা প্রদান করছে, যা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। বাংলাদেশে সরকারের অস্থিতিশীলতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায় না। এ পরিস্থিতি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পথে অন্যতম অন্তরায়। স্বাধীনতার পর থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলছে। কিন্তু সে হারে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে না। তাছাড়া দেশে বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি চলছে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। সে কারণে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। চোরাচালান, মজুদদারি প্রভৃতির প্রভাবেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। দ্রব্যমূল্য ও জীবনাযাত্রার ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য তেমন কোনো ব্যাপক পরিকল্পনা এখনো গৃহীত হয়নি। যৎসামান্য যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সততার অভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনার অভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে জনসাধারণের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হচ্ছে না।

বাংলাদেশে নির্ভরশীল নাগরিকদের জন্য ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা নেই। শিশু, বৃদ্ধ, নারী ও প্রতিবন্ধী হলো সমাজের নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অভাব ও সীমাবদ্ধতার ফলে বিভিন্ন দুর্যোগে-দুর্দিনে জনগণের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা থাকে না। এছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় সমাজের নিম্ন, দুস্থ ও অসহায় শ্রেণি সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে মৌলিক চাহিদা পূরণের যথাযথ মান অর্জনের সক্ষম হয় না। বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

এদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের উল্লেখযোগ্য বাধা হচ্ছে অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা। রাস্তাঘাট এবং উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার অভাবে দেশের ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি সামগ্রী দ্রুত পৌঁছানো যায় না। এ কারণে অনেকে শিক্ষা এবং চিকিৎসা সুবিধা লাভেও বঞ্চিত হয়।

যে কোনো দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি। অথচ বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবৃদ্ধির হার কম। ফলে মৌলিক চাহিদা পূরণে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে না। বাংলাদেশে অপরিকল্পিতভাবে নগরের সম্প্রসারণ হচ্ছে। পাশাপাশি নগরজীবনের চাকচিক্য মানুষকে শহরের দিকে আকৃষ্ট করছে। বাড়ছে শহুরে জনসংখ্যা, পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের চাহিদা। কিন্তু সেই সাথে বাড়ছে না আয়, যার প্রভাব মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা।

উপর্যুক্ত প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক কাঠামো ও ভূমিকার পরিবর্তন, অনুৎপাদনশীল খাতে জাতীয় বিনিয়োগ, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার, বাণিজ্য ঘাটতি, দক্ষ জনশক্তির অভাব, সম্পদের স্বল্পতা প্রভৃতি অবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের জনগণের মাথাপিছু গড় আয় সন্তোষজনক না। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও উন্নয়ন উপযোগী নয়। কৃষি এবং শিল্প উন্নয়নও প্রত্যাশিত নয়। আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা এবং কর্মসংস্থানের অভাব মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমাজের এক বিরাট অংশ খাদ্য চাহিদা পূরণে অক্ষম হবার কারণ হলো–

i. খাদ্যশস্য ঘাটতি
ii. সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা না থাকা
iii. দরিদ্র শ্রেণির ক্রয় ক্ষমতা না থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ অত্যাবশ্যক–

ক) মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য
খ) মানুষের উন্নয়নের জন্য
গ) মানুষের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য
ঘ) মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য

পাঠ-১.৬ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ (Measures Undertaken to Meet Basic Human Needs in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৬ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

১.৬ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ১৫ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন; যাতে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং যুক্তিসংগত বিনোদন ও অবকাশের অধিকার নিশ্চিত হয়। সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে সকল নাগরিকের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে কতগুলো সুদূরপ্রসারী ও বাস্তবসম্মত প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১. খাদ্য (Food): বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০), জাতীয় কৃষিনীতি ও সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কৃষিখাতের উন্নয়নের সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তূকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, কৃষিঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হয়েছে। মাটির গুণাগুণ বজায় রাখা ও অধিক ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষম সার ও জৈব সারের ব্যবহার কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, নিবিড় চাষ, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, জমির ব্যবহার বহুধাকরণ, পতিত জমি পুনরুদ্ধার, লবণাক্ত সহিষ্ণু ও স্বল্প সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদাভিত্তিক সিস্টেম বেইজড এবং সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় কীটপতঙ্গ/রোগবালাইমুক্ত, খরা/লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্প সময়ে ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণসহ সার্বিক কৃষি ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের (ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত) ৮.৬৯ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ১৯.৭৪ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানি করা হয়েছে। খাদ্য চাহিদা পূরণে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক হারে মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন সারাদেশে ২৩টি দানা শস্যবীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু উৎপাদন খামার, ৩টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজিবীজ উৎপাদন খামার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপখাত, যেমন– কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ, খাদ্যদ্রব্যের বিপণন, কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, বীজ উৎপাদন, সেচ কার্যক্রম, শস্য সংরক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৪টি হাইব্রিডসহ মোট ৬১টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে লবণাক্ততা সহিষ্ণু, জলমগ্নতা সহিষ্ণু, খরাসহিষ্ণু উচ্চফলনশীল ধান রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গম, আলু, সরিষা, শাকসবজি, ফল, মসলাসহ বিভিন্ন ফসলের ৬০টি উচ্চফলনশীল জাত এবং ৭৫টি উন্নত ফসল ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করেছে।

চরম দারিদ্র্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে অনাহার থেকে বাঁচানোর জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), বিনা মূল্যে প্রদত্ত খাদ্য (GR), টেস্ট রিলিফ, ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding), ভিজিডিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি (Social Safety Net Program) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ ছাড়াও দুস্থ দরিদ্রদের খাদ্য সুবিধা দানের লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলো ভাতা কার্যক্রম এবং বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। খাদ্যখাতে সরকার ঘোষিত ভিশনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ২,১২২ কিলো ক্যালরির ঊর্ধ্বে খাদ্যশক্তি নিশ্চিত করা। নিচে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা হলো:

সারণি ১.৬.১ : বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ
বয়স্ক ভাতা	১৩০৬.৮০ কোটি টাকা
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	২৪০ কোটি টাকা
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা	৪৮৫.৭৬ কোটি টাকা
দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা	১৩২ লাখ টাকা
কাজের বিনিময়ে খাদ্য	১,৩১৭.৭৪ কোটি টাকা
ভিজিডি	৮৮৬.৯২ কোটি টাকা
ভিজিএফ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ-টিআর)	২৮৩.৮৪ কোটি টাকা

এছাড়া অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, ন্যাশনাল সার্ভিস, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

২. বস্ত্র (Clothing): বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৩ সালের মধ্যে বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং বস্ত্র রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেশের প্রথম বস্ত্রনীতি ঘোষণা করে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০০৫ সালের মধ্যে বার্ষিক মাথাপিছু ১৭ মিটার বস্ত্র প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ বস্ত্রের চাহিদা দেশীয় শিল্প থেকে আসে। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে বর্তমানে ৫০ লক্ষাধিক জনবল নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বন্ধ মিলগুলো পর্যায়ক্রমে চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বস্ত্রখাতের উন্নয়নে বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ ও বস্ত্রবিষয়ক দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণে বস্ত্র দপ্তর ৫টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং ৪০টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন, পাট অধিদফতর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বস্ত্রখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমাজের দুস্থ ও দরিদ্র শ্রেণির বস্ত্রের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার পুরাতন কাপড় আমদানিসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বস্ত্রখাতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশনের অধীন ৫টি মিলকে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে বিক্রয়ের জন্য ন্যস্ত করা হয়েছে। বস্ত্রশিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বস্ত্র দপ্তর প্রযুক্তিগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। রেশমচাষিদের রেশম চাষের বিভিন্ন কলাকৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে। পাটজাত পণ্যকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করে পাটনীতি-২০১১ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশি ও তোষা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে পাটবস্ত্রের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে মোট ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি বস্ত্র উৎপাদিত হচ্ছে।

দেশের একমাত্র টেক্সাটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৪টি টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটকে আপগ্রেড করে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে এবং ৪০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।

৩. **বাসস্থান (Housing):** দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১৯৯৭-৯৮ সালে গৃহায়ণ তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিল দ্বারা এ পর্যন্ত ৩.৫৫ লক্ষ জন উপকৃত হয়েছে। গৃহনির্মাণ কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ৬১,০৯২টি গৃহনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সারা দেশে মোট ৫১৩টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪৫০টি উপজেলায় গৃহায়ন ঋণ

কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শহরাঞ্চলের ভাসমান জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কয়েকটি পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭-২০০২ পর্যন্ত সময়ে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০০২-ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেজ-২) গ্রহণ করা হয় এবং ডিসেম্বর ২০১০ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮,৭০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীনও ছিন্নমূল দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জুলাই, ২০১০ থেকে জুন, ২০১৭ মেয়াদে ১,১৬৯.১৭ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকায় বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপনকারী ছিন্নমূল অসহায় মানুষদের নিজ এলাকায় স্বস্তিকর পরিবেশে বাসগৃহে প্রত্যাবাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ঘরে ফেরা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় ৬৫৬টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছর ঘরে ফেরা কর্মসূচির আওতায় ৩০০টি বস্তিবাসী পরিবারের মধ্যে ১.৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

'সকলের জন্য আবাসন' কর্মসূচির আওতায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহর এবং বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৪১,৫৮১টি প্লট উন্নয়ন ও ৩১,৫৩৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য ৪৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গুচ্ছগ্রাম পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ৪৯টি জেলার ১০২টি উপজেলায় ১৬৩টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমিহীন ৭,১৭২টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করেছে।

৪. **শিক্ষা (Education):** সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার প্রতিপালনে 'সকলের জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার একটি নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকার যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করেছে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, নতুন কারিক্যুলাম প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনহ নানাবিধ উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০৮,৫৩৭টি। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি এবং বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে দেশের ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ৫৫৫টি সরকারি এবং ৭৭টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার করা হয়েছে। সরকার বছরের শুরুতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে।

দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পশ্চাৎপদ স্কুলসমূহকে তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করার লক্ষ্যে আইটি বেইজড মোবাইল ভ্যান চালু করা হয়েছে। এছাড়া ২০,৫০০টি বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে।

দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিকে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ অনুমোদন করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারি অর্থায়নে ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বেসরকারি অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকার শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১৩,৫০৪.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার প্রসারে বেসরকারি সংস্থাগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য পিতা-মাতাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষার চাহিদা পরিপূরণে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ই-বুক ব্যবহারে পাঠদান, কারিক্যুলাম সংস্কার, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, শিক্ষাখাতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার প্রভৃতি যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রকল্প, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, শহরের কর্মজীবী শিশুদের মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্পসহ আরও বেশকিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত মান উন্নয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি কার্যক্রমের ব্যবহার এবং সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ব্যাপক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলায় ৩৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ৬৯টি বেসরকার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩)।

৫. **স্বাস্থ্য (Health):** সরকারের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা হলো সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Primary Health Care)-র উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় শিশুদের মারাত্মক ছয়টি রোগ:ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, পোলিও, হুপিং কফ, যক্ষ্মা ও হাম প্রতিরোধের জন্য ১৯৭৯ সাল থেকে টিকাদান কর্মসূচি চালু রয়েছে। দেশকে পোলিওমুক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী জাতীয় টিকাদান দিবস পালিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, যক্ষ্মাও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ এবং ভিটামিন 'এ'র অভাবজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ, কৃমিনাশক ঔষুধ বিতরণ ও টিকাদান ইত্যাদি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, পরিবারকল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১১-১৬ মেয়াদে ৫৬,৯৩৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের জন্য এ পর্যন্ত ৩,৮৮১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, ১২৮১৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ৪২১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহকে সচল রেখে স্বাস্থ্য, পরিবারকল্যাণ ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া তিন স্তরবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি প্রসূতি সেবা চালু করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার কমানোর লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত পরিবারকল্যাণ সহকারী ও মহিলো স্বাস্থ্য সহকারীদের ধাত্রীবিদ্যায় ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছে:

- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ও জাতীয় জনসংখ্যা নীতির অনুমোদন;
- সামর্থ্যহীনদের জরুরি চিকিৎসাসেবা বিনামূল্যে প্রদান;
- শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করা;
- দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, দ্বীপ, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- ক্রমান্বয়ে সকল জেলা ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ICU/CCU চালু করা;
- কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে E-health সার্ভিস চালু করা;

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- ৫টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ চালু এবং আরো ৩টি স্থাপন করা;
- স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিওর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নগরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারিত ও জোরদার করা;
- ১২,২০৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু এবং এগুলো থেকে প্রায় ১২ কোটি গ্রহীতাকে সেবা প্রদান; এবং
- ৪৮২টি হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা এবং ৮টি হাসপাতালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান।

সরকার স্বাস্থ্যখাতকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা ও E-health কর্মসূচি, পুষ্টিসেবা, চিকিৎসা শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, নার্সিং সেবা ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া সামর্থ্যহীনদের বিনামূল্যে জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদান, ২০১১ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ পানি এবং ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ২০১১-১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

৬. চিত্তবিনোদন (Recreation): বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংস্কার, প্রসার ও সম্প্রসারণেল লক্ষ্যে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এর মাধ্যমে সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র ও সুকুমার শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করছে। জনগণের চিত্তবিনোদনে বাংলাএকাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, শিশুপার্ক, উদ্যান, লেক, পার্ক, গার্ডেন, ইকোপার্ক, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি পরিচালিত হচ্ছে। দেশজ সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে ২২টি কর্মসূচির অনুকূলে ২৬.৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত বিভিন্ন টিভি চ্যানেল এবং রেডিও স্টেশন জনগণের চিত্তবিনোদনের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন– গান, নাটক, সিমেনা, সংবাদ, খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্প্রচার করছে। বিগত ১৯৯৩ সাল থেকে আকাশ সংস্কৃতি উন্মুক্ত করায় স্যাটেলাইট সংযোগের (ডিশ অ্যান্টেনা) বদৌলতে সারা বিশ্বের টিভি অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

ধর্মীয়, পেশাগত এবং রাষ্ট্রীয় কারণে এদেশে নানারকম সামাজিক উৎসবের আয়োজন করা হয়। যেমন– হালখাতা, বৈশাখী মেলা, পৌষ মেলা, নবান্ন উৎসব, বিয়ে, পৌষ-পার্বণ, জন্মদিন, মনীষীদের স্মরণ উৎসব, বইমেলা, শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ঈদ উৎসব, জাতীয় ঋতুভিত্তিক উৎসব, শারদীয় দুর্গোৎসব, বাণিজ্যমেলা ইত্যাদি। এসব সামাজিক উৎসব আমাদের চিত্তবিনোদনের অনন্য মাধ্যম।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন মানুষের বিনোদনের জন্য পর্যটন শিল্পকে ব্যাপক ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ইতিমধ্যে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা খেলাধুলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও নানাবিধ অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করছে; ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক্স এবং গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়ন, জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ, হাছনরাজা একাডেমি নির্মাণ, পল্লিকবি জসীমউদ্দীন সংগ্রহশালা নির্মাণ, লালবাগ কেল্লা, সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো, বাংলা একাডেমির নতুন ভবন নির্মাণ, জাতীয় আর্কাইভে মূল্যবান নথিপত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের চিত্তবিনোদনের সুযোগ ও ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের উপর্যুক্ত কার্যক্রমের বাইরে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে স্বনির্ভর বাংলাদেশ, পল্লি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, গ্রামীণ ব্যাংক,

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম, গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্কীকরণ ব্যবস্থা জোরদার, উপকূলীয় অঞ্চলে আপৎকালীন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রভৃতি পদক্ষেপ অন্যতম।

সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ১৫ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাতে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং যুক্তিসংগত অবকাশের অধিকার অর্জন নিশ্চিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সরকার কতগুলো বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বিশ্বে বেকারত্ব বাড়ছে এমন ২০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান কততম?
ক) ১০ তম খ) ১২ তম
গ) ১৫ তম ঘ) ১৭ তম

২। ভিজিডি কর্মসূচির জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকার কত কোটি টাকা বরাদ্ধ করে?
ক) ৮৮৯.২০ কোটি খ) ৮৮৬.৯২ কোটি
গ) ৮৯০.২০ কোটি ঘ) ৮৯০.৩০ কোটি

অনুশীলনী (ইউনিট–০১)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। 'Common Human Needs' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
ক) Walter A. Friedlander খ) Charlotte Towle
গ) Lawrence K. Frank ঘ) Robert L. Barker

২. সামাজিকতা রক্ষা ও সভ্য জীবনযাপনের সাথে নিচের কোন চাহিদাটি সম্পৃক্ত?
ক) খাদ্য খ) চিত্তবিনোদন
গ) স্বাস্থ্য ঘ) বস্ত্র

৩. বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এর যথার্থ কারণ–
ক) কৃষিভূমি হ্রাস খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি
গ) কৃষকের সংখ্যা হ্রাস ঘ) শিল্পপ্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি

৪. বাংলাদেশে মৌলিক মানকি চাহিদা পূরণের প্রধান অন্তরায়–
i. দারিদ্র্য ii. জনসংখ্যাস্ফীতি iii. বেকারত্ব
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫. বাংলাদেশে বাসস্থান সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে যে কারণে–
i. নদী ভাঙনে ii. ঝড়-বন্যার কারণে iii. রাজনৈতিক আদর্শহীনতায়
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i,ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটি জনগণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। ফলে দেশিটিতে স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করেছে।

৬. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' দেশটি নিচের কোন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ?

ক) অর্থনৈতিক চাহিদা খ) সামাজিক চাহিদা

গ) মৌলিক মানবিক চাহিদা ঘ) মানবিক চাহিদা

৭. উক্ত চাহিদার অপূরণজনিত কারণে সৃষ্ট উল্লেখিত সমস্যার ফলে 'ক' দেশে–

i. উন্নয়ন ব্যবহত হবে ii. অকাল মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাবে iii. অন্ধত্বের হার হ্রাস পাবে

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। অধ্যাপক শায়লা বেগম সমাজকর্ম ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের মানুষের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন সম্পর্কে পাঠদান করতে গিয়ে বলেন, 'প্রাণীমাত্রই একটি চাহিদা প্রয়োজন অনুভব করে। এটি শরীর গঠন করে, বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটায়।' অপর একটি প্রয়োজন সম্পর্কে বলেন, এটি মানুষকে সভ্য সামাজিক মানুষে পরিণত করে। তিনি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের কয়েকটি অন্তরায় ও চিহ্নিত করেন। যেমন– জনসংখ্যাস্ফীতি, বেকারত্ব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি।

ক) সমাজবিজ্ঞানী সি টোলের মতে মৌলিক মানবিক চাহিদা কয়টি? ১

খ) মানসিক বিকাশের জন্য মৌল চাহিদা পূরণ প্রয়োজন কেন? ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত অন্তরায়গুলো ছাড়াও বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের আরও অন্তরায় রয়েছে– বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। সমাজকর্মী তৌহিদ সামাজিক সমস্যার উপর পিএইচডি করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। রাতের ঢাকার স্বাভাবিক চিত্র দেখে তিনি অবাক হন। রাস্তার পাশে, রেলস্টেশন ও বাস টার্মিনালে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে নানা ধরনের মানুষ। এসব দৃশ্য একদিকে তাকে মর্মাহত করে, অন্যদিকে তিনি তার প্রশ্নের জবাবটি খুঁজে পান। তার ধারণা, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকেই সৃষ্টি হয় সামাজিক সমস্যা।

ক) মানুষের আশ্রয়স্থল কী? ১

খ) মৌলিক মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকটিতে কোন মৌলিক মানবিক চাহিদাটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকের সর্বশেষ উক্তিটি কতটুকু যুক্তিসংগত বলে আপনার মনে হয়? মতামত দিন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ : ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫ : ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬ : ১। খ ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১ : ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। গ ৭। খ